দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 NOV 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যৌথ সমাবেশে

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

পয়লা নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক যৌথ সমাবেশে বক্তাগণ শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেনঃ শিক্ষক-অফিসার-কর্মচারীদের মধ্যে গড়ে উঠা ঐক্য অব্যাহত রেখে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বক্তাগণ সন্ত্রাস দমনে সরকার এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার সমালোচনা করে বলেন, পয়লা নভেম্বরের পৈশাচিক ঘটনার হোতাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচার না করা হলে পরবর্তীতে বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি প্রফেসর সাঈদ-উর-রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সভাপতি জনাব আ ব ম আবুল কাশেম খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরী কর্মচারী সমিতির সভাপতি জনাব আমজাদ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে বক্তৃতাকালে, প্রফেসর সাঈদ-উর-রহমান বলেন, সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চরম ব্যর্থতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে খুনীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। মস্তানদের দৌরাত্মের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে এমন অনেক কিছুই ঘটছে, যা আমরা জনসম্মুখে প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ করছি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়-বেয়ারা পর্যন্ত যেখানে সন্ত্রাসীদের চেনে, তখন ভিসি প্রভোস্ট অথবা পুলিশ অস্ত্রধারীদের চেনেন না-, আমরা অন্ততঃ এটা বিশ্বাস করতে পারি না। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, সত্যি সত্যিই যদি আপনারা ব্যর্থ হন, তবে বয়-বেয়ারাদের সাহায্য নিন এবং অস্ত্রধারীদের ধরুন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, সবারই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন লেগে যাবে।

জনাব মুহাম্মদ সেলিম বলেন, পয়লা নভেম্বরের নারকীয় ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের কাউকে আজ পর্যন্ত গ্রেফতার না করায় এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জনাব আবুল কাশেম খান বলেন, ভবিষ্যতে কোন শিক্ষক-কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী সন্ত্রাসীদের হাতে আহত হলে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়বে।